‘বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ’

ওয়াটারএইড, সহযোগী সংস্থা ও বিভিন্ন নেটওয়ার্কসমূহের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ[১]

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার গত ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর তোফায়েল আহমেদকে প্রধান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের ইমেইল, ওয়েবসাইট, ফেজবুক পেজ ও টেলিফোন নম্বরে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে মতামত ও সুপারিশ আহবান করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংস্কার উদ্যোগ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী, কার্যকর ও যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ, সহযোগী সংস্থা এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্কসমূহের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ কমিশনের সদয় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে:

সুপারিশসমূহ

১. স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের জন্য একটি একীভূত আইন

১.১ বিদ্যমান স্থানীয় সরকার আইন সংশোধন করে স্থানীয় সরকারের স্তরভিত্তিক আইনের পরিবর্তে সকল স্তরের জন্য একটি একীভূত আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারের মধ্যে সমতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মত জরুরী নাগরিক সেবা প্রদান সহজ হবে। এ ছাড়াও এর মাধ্যমে প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন এবং বিদ্যমান নিয়ম-নীতির মধ্যে দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, এটি প্রশাসনিক কার্যকারিতা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে।

২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও স্তর

২.১ আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের সেবা বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি নাগরিকবান্ধব করতে ওয়ার্ড সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

২.২ সিটি কর্পোরেশনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনপরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য দ্বিস্তরবিশিষ্ট নগর কাঠামো পুনর্গঠন করা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বর্তমান মূল ওয়ার্ডের আওতায় প্রতি ১০-১৫ হাজার মানুষের জন্য একটি করে সাবওয়ার্ড গঠন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের পাশাপাশি সাবওয়ার্ডের জন্য একজন করে সহযোগী কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধান বিবেচনা করা যেতে পারে। মূল ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও সহযোগী কাউন্সিলরগণ যৌথভাবে উক্ত ওয়ার্ডের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান জোন/অঞ্চলসমূহকে বিলুপ্ত ঘোষণা ও জোনের কার্যক্রমকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

২.৩ সিটি কর্পোরেশনের জনগণকে জরুরী নাগরিক সেবা প্রদান লক্ষ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত সেবাপ্রদান কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

২.৪ নগর স্থানীয় সরকারের তৃণমূল পর্যায়ের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কমিউনিটিভিত্তিক এবং এনজিওসমূহের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে কার্যকর নাগরিক সেবা (যেমন, নিরাপদ পানি সরসরাহ, স্যানিটেশন, হাইজিন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) নিশ্চিত করতে পরামর্শ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২.৫ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচিত পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে সমন্বয়ের মাধ্যমে যাবতীয় কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

[১]মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) সাথে সরাসরি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা, স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি দপ্তরসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশ ও মতামত বিবেচনায় নিয়ে ‘বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আরও কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ তথা সংস্কারে করণীয়’ বিষয়ক এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে তৃণমূল সংগঠন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন

৩.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে তৃণমূল সংগঠন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশেষত ওয়াশ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরী। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনগণের অধিকার রক্ষা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহন নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরী। এইজন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে তৃণমূল পর্যায়ের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কমিউনিটিভিত্তিক এবং এনজিওসমূহের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়, তথ্যের আদান- প্রদান, পরামর্শ গ্রহণসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কমিটিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (যেমন, নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, হিজড়া, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী, বর্জ্য বা স্যানিটেশন কর্মী প্রমুখ) জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী ভূমিকা রাখার বিধান রাখা প্রয়োজন।

৪. স্থানীয় সরকারের নারী সদস্যগণের ক্ষমতায়নে বিদ্যমান সাধারণ আসনের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষণ

৪.১ স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য নির্বাচনের বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। বিদ্যমান আইনে বলা আছে সাধারণ আসনের ওয়ার্ড সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। একজন নারী সদস্য ৩টি ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকেন যে ওয়ার্ডগুলোর প্রতিটিতে একজন করে সাধারণ আসনের সদস্য থাকে। নারী সদস্যদের সুনির্দিষ্ট কোন ওয়ার্ডের জন্য দায়িত্ব নির্ধারিত থাকে না বিধায় সাধারণ জনগণ নারী সদস্যদের চেয়ে সাধারণ সদস্যদের কাছে বেশি নির্ভরশীল থাকে। এ ব্যবস্থার পরিবর্তনে ওয়ার্ডে সরাসরি নারী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশ আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে শুধুমাত্র নারীরাই যাতে নির্বাচিত হতে পারেন, তার জন্য আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

৪.২ স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জন্য স্থানীয় সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা বিষয়ক 'আইন, বিধিবিধান ও নীতিমালা' বাস্তবায়ন বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি আয়োজন করা উচিত। নারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বিকাশ, যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প ও বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সকল প্রশিক্ষণে পুরুষ সহকর্মীদেরও সহাবস্থান বিবেচনা নিতে হবে। নারীদের আয়বর্ধকমূলক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্যোগী করে তুলতে হবে।

৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও মেয়াদ

৫.১ জাতীয় সংসদের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় সরকারের কার্যকাল চার বছর করা যেতে পারে।

৫.২ সকল ক্ষেত্রে পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন নির্দলীয় ভিত্তিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সংসদ সদস্য কিংবা এ ধরনের কোন ব্যক্তিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা এরকম কোন পদে যুক্ত থাকার বিদ্যমান বিধানের পরিবর্তন করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলের পদে থাকা কোন ব্যক্তি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পদে আসীন থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ পরিহারের বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৫.৩ নতুন নেতৃত্ব সৃজনের স্বার্থে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ (মেম্বার/কাউন্সিলর এবং মেয়র/চেয়ারম্যান) দু'বারের বেশি নির্বাচিত না হওয়ার বিধান রাখা যেতে পারে।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, প্রশাসনিক এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

৬.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত রেখে কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। কাঠামোগত পরিবর্তনের জটিল এই প্রক্রিয়াটি সফল করার জন্য স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণসহ স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের ক্ষমতায়ণ ও আর্থিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তার নীতি গ্রহণ জরুরি।

৬.২ আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকা হাট-বাজারের ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়, স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর নির্ধারণ, রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হওয়া জরুরী। এই লক্ষ্যে

বিদ্যমান কর কাঠামো পরিবর্তন ও আওতা বৃদ্ধি করে যতটা সম্ভব প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর আদায়ের পরিসর আরো ব্যাপক করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কর তফসিলসমুহে ওয়াশ বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মত বিষয়গুলো যুক্ত করা এবং ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষমতা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে রাখা যেতে পারে।

৬.৩ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা ধরণের কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এসকল কাজের জন্য তাদের কোন চার্জ দেয়া হয় না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ফি আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.৪ কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান চাইলে তার নিজস্ব আয় দ্বারা উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা, রাজস্ব আয় বা এ জাতীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করতে পারবে। এ জন্য আলাদাভাবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্যকরণ

৭.১ স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণে স্পষ্টতা আনা প্রয়োজন। এর জন্য, সরকারি নীতিমালা এবং আইনে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো আরও সুসংগঠিত এবং পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা উচিত।

৭.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত মেয়র/চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর/সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়নযোগ্য, সুনির্দিষ্ট, জবাবদিহিমূলক ও পরিমাপযোগ্য করতে হবে।

৭.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত, যা বাস্তবায়ন করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকে এবং সেসব প্রক্রিয়ায় কার কি দায়িত্ব থাকবে, তা সঠিক ও অনুপুঙ্খভাবে লিখিত থাকা দরকার।

৭.৪ স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। স্থানীয় সরকারের স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী উভয় পরিকল্পনায় নাগরিক ও তৃণমূল সংগঠনসমূহের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণসহ তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ই-এমআইএস প্রবর্তন

৮.১ প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম যাতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে পারে, তার জন্য ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে নাগরিক সেবা প্রদান পদ্ধতি, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বসতবাড়ির কর নির্ধারণসহ সকল ধরণের ট্যাক্স, ফি আদায়, ইত্যাদি কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৮.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ই-এমআইএস চালু ও ড্যাশ বোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

৯. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা হ্রাস, কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ ও পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তি

৯.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে যেসব স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে, সেসব কমিটির সংখ্যা হ্রাস করে বাস্তবানুগ ও প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারণ করতে হবে।

৯.২ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে স্থায়ী কমিটির কর্মপরিধি যথাসম্ভব সীমিত এবং কমিটির সদস্যদের দ্বারা যেগুলো করা সম্ভব সেগুলোই নির্ধারণ করতে হবে। এসব কার্যক্রম যাতে সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়, তার জন্য যথাযথ প্রশাসনিক, আর্থিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ ডিজিটাল মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. স্থানীয় সরকার হেল্পলাইন চালু

১০.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য ও সেবা সম্পর্কিত তথ্য জনগণের নিকট সহজলভ্য করতে স্থানীয় সরকার হেল্পলাইন চালু করা অতীব জরুরী। এ ধরণের হেল্পলাইন চালু হলে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ খুব সহজেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য ও সেবা সম্পর্কে অতি সহজেই জানতে পারবে।

১০.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণমূখী করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক ও সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৃথক (ডেডিকেটেড) হেল্পলাইন চালু করার উদ্যোগ নিতে পারে।

১১. ওয়াশ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ

১১.১ ওয়াশ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ হচ্ছে ওয়াশ (নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন) সেবা প্রদান এবং স্ব স্ব এলাকায় বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

১১.২ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আলাদা ওয়াশ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়াশ ও বর্জ্য সম্পর্কিত কার্যক্রমের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

১১.৪ স্থানীয় সরকারের আওতাভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বিশেষ করে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, হাইজিন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি জনপরিষেবামূলক কাজের জন্য ডিপিএইচই, এলজিইডি ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশগ্রহণের বিধান বিবেচনা করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত অর্থ সরাসরি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে

বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। ডিপিএইচই, এলজিইডিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ক্ষেত্রে কারিগরী সহায়তা প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করবে।

১২. জাতীয় স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

১২.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সুচারুরূপে ও স্বাধীনভাবে পরিচালনা, শক্তিশালীকরণ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

১৩. ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সেবা প্রদাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের দ্বৈততা দূরীকরণ

১৩.১ উপজেলা ও জেলা পরিষদকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের কাজের মধ্যে দ্বৈততা দূর করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ বিলুপ্ত করে জেলা পরিষদের ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

১৪. জাতীয় পানি আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন

১৪.১ জাতীয় পানি আইন, ২০১৩ ও পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

WaterAid/ESDO/Rupantar

সুইজারল্যান্ডের সহায়তায়

swisscontact

WaterAid

BaWiN Bangladesh Water Integrity Network

BANGLADESH FSM NETWORK

MHM PLATFORM

FANSA Freshwater Action Network South Asia-Bangladesh

SANITATION AND WATER FOR ALL

END WATER POVERTY

CSO Alliance

Event report:

Stakeholders' Consultation on Local Government Reform

Date:	**Time**:	**Venue**:
23 January 2025	09:30 a.m. – 1:30 p.m.	National Institute of Local Government (NILG), Dhaka

Organised by

List of abbreviations

BIISS	Bangladesh Institute of International and Strategic Studies
B-SCAN	Bangladesh Society for the Change and Advocacy Nexus
CSOs	Civil Society Organizations
ERD	Economic Relations Division
FANSA	Freshwater Action Network South Asia
FSM	Faecal Sludge Management
IID	Institute of Informatics & Development
INGOs	International Non-Governmental Organizations
ITN-BUET	International Training Network - Bangladesh University of Engineering and Technology
JICA	Japan International Cooperation Agency
LGED	Local Government Engineering Department
LGIs	Local Government Institutions
LGRC	Local Government Reform Commission
NILG	National Institute of Local Government
NUK	Nari Uddug Kendra
SDC	The Swiss Agency for Cooperation and Development
SIDA	Swedish International Development Cooperation Agency
SDGs	Sustainable Development Goals
UP	Union Parishad
WASH	Water, Sanitation, and Hygiene

Table of contents

Summary 1

Background 2

Objective 2

Participants 2

Proceedings of the event 3

- Remarks from the Members of LGRC 6
- Remarks from the development partners 7
- Remarks from the distinguished participants 9
- Recommendations and suggestions (compiled) 13

Annex-1: Event schedule 16

Annex-2: Media coverage 17

- Social media and website 17
- Newspapers (online and print) 17
- TV channels 18

Annex-3: Policy Brief 18

Annex-4: Audio-Visual 18

Summary

The Stakeholders' Consultation on Local Government Reform was jointly organised by WaterAid Bangladesh and NILG, with support from partner organisations and networks. It was held on January 23, 2025, at the Seminar Hall of NILG in Agargaon, Dhaka. Presided over by Mr Md Kaesuzzaman, Director, Training & Consultancy (Joint Secretary), NILG, the workshop was graced by Professor Tofail Ahmed, PhD, Chairman, Local Government Reform Commission (LGRC), as the chief guest. The consultation was held in collaboration with Swisscontact Bangladesh, Bangladesh Water Integrity Network (BAWIN), FSM Network- Bangladesh, MHM Platform, Freshwater Action Network South Asia–Bangladesh (FANSA), Sanitation and Water for All, End Water Poverty, and the CSO Alliance.

The event brought together key figures from the sector, including members of the Local Government Reform Commission: Dr Ferdous Arfina Osman, Professor, Department of Public Administration, University of Dhaka; Dr Kazi Maruful Islam, Professor, Department of Development Studies, University of Dhaka; Ilira Dewan, Writer & Human Rights Activist; Mashuda Khatun Shefali, Founder and Executive Director, Nari Uddug Kendra (NUK); Dr Mohammad Tarikul Islam, Professor, Department of Government and Politics, Jahangirnagar University; Dr Mahfuz Kabir, Director, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies.

Mr Md. Shafiqul Islam, Former Additional Secretary and Policy Advisor, WaterAid Bangladesh, presented a keynote titled 'Reforming Bangladesh's Local Government System.' The presentation was followed by an audio-visual titled মাঠের কথা (Voices from the field), highlighting the grassroots perspectives on local governance challenges and reform priorities.

Representatives from the Embassy of Switzerland in Bangladesh, SIDA, JICA and NILG joined the event as special guests. Representatives from I/NGOs, academia, CSOs, relevant networks, journalists and electronic media representatives were also present at the event.

Background

In November 2024, the Local Government Reform Commission (LGRC) was formed to review and recommend necessary reforms to strengthen local governance in Bangladesh. As part of this process, LGRC invited public feedback and stakeholder recommendations to make governance more inclusive, decentralised, and people centric. Recognising the critical role of local governments in the works of development partners, NGOs and CSOs at the sub-national level, WaterAid Bangladesh, in collaboration with NILG and key partners, took the initiative to organise this consultation. Through this consultation, WaterAid aimed to bridge the gap between policy and grassroots realities, ensuring that governance reforms contribute to stronger, more accountable, and service-oriented Local Government Institutions (LGIs) in Bangladesh.

Objectives

- Facilitate an inclusive dialogue among policymakers, academics, development partners, and civil society.
- Identify key challenges faced by local government institutions (LGIs), including centralised control, limited fiscal autonomy, and weak service delivery mechanisms.
- Emphasise the need for gender-responsive governance, advocating for women's meaningful participation beyond reserved seats.
- Develop concrete policy recommendations to be submitted to the LGRC, ensuring that local government reforms reflect the needs of communities and marginalised groups.

Participants

The consultation provided a platform for over 90 participants representing over 60 organisations, including policymakers, academia, development partners, and civil society representatives, to share insights and propose actionable solutions for strengthening local governance in Bangladesh.

Proceedings of the event

In her welcoming speech, Ms **Hasin Jahan,** Country Director, WaterAid Bangladesh, underscored the urgent necessity of decentralising local governance and empowering the local government institutions (LGIs) to operate with greater accountability and engage all key stakeholders. She also emphasised that reforms must address the meaningful inclusion of women in decision-making roles at the local governance level, not merely remain complacent with reserved seats, and foster equitable roles to ensure a people-centric governance framework in LGIs.

Ms Hasin Jahan, delivering the welcome remark.

In his speech, Chief Guest **Professor Tofail Ahmed, PhD**, Chairman, Local Government Reform Commission (LGRC), stressed that reforming mindsets is a prerequisite for any systemic reform, including local government reforms. Paying tribute to WaterAid Bangladesh for its cooperation in the reform process, he stated, “Reform is a continuous process. We are laying the groundwork for continued reforms by future elected governments. The recommendations from this consultation will leave a lasting impact on local government reform efforts.” He also emphasised the importance of engaging the younger generation in the reform process, recognising them as future policymakers and leaders.

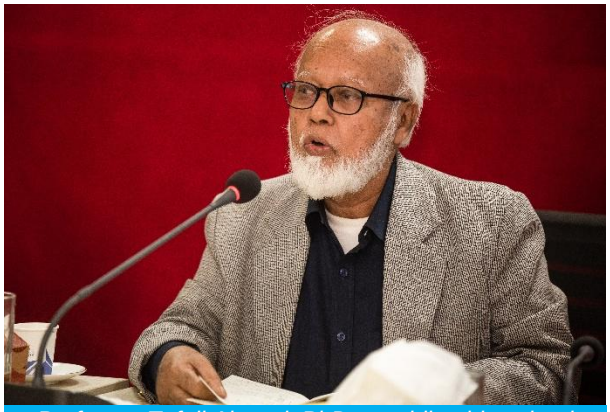

Professor Tofail Ahmed, PhD, providing his valued insights.

Mr **Md Shafiqul Islam**, Former Additional Secretary and Policy Advisor, WaterAid Bangladesh, remarked that “the actionable solutions we are hearing from the key stakeholders have come out of our previous courses of such open discussions. The Honourable Chief Adviser Dr Muhammad Yunus has invited people to come forward with open suggestions for reforms of all vital sectors.” He also said, “The local government institutions of the country function based on respective levels such as district, upazila and union. But local government laws pursued by some of our neighbouring countries pursue a unified approach across all tiers of LG bodies.”

Mr Md Shafiqul Islam, delivering the keynote presentation.

“We must resolve whether the LGIs would be elected directly or by delegated franchise by members and councilors. If the present parliamentary form of government continues and nine persons are elected in the LGIs, the higher vote recipients could be altered by rotation. We should also determine whether the tenure of LG bodies should be for four or five years and whether the system should follow as per the national form of government, viz., presidential or parliamentary,”– he suggested.

He underscored, “Out of the 9 members elected, the rotation of term could be made as per the higher proportionate number of votes and the highest vote-recipient contestant could be selected in the first term and be altered subsequently with a lesser number of votes in the second or third or fourth term accordingly. Among the other candidates elected, the one available could preside over the meeting of UP. There is provision of 9 wards at present. For rural areas, it is reasonable. But in urban areas, there exists an acute demographic imbalance, say in the case of Dhaka City Corporation, which has 129 wards, 75 in South City Corporation and 54 wards in North City Corporation.

There also exists a population imbalance between the South and North City Corporations. As of now, there is only one Councillor, for 50,000 to 100,000 citizens along with his/her only one ward secretary. Even if the population per ward is 80/90 thousand, can this huge population be served with key services? That is why the suggestion is surfaced that, while keeping the original ward intact, there could be sub-wards within a ward for which some posts could be created for the

elected Associate Councillors, which would expand the scope of access to basic LG services. This would facilitate more people getting access to those services, including birth registration, health and education-related services, etc., - he stressed.

He also pointed out that “at present the City Corporations have several administrative zones with Zonal Officers along with a full set-up. But again, since the urban areas are already overcrowded and overpopulated, most of the citizens coming to LGIs become victims of uncertainty and deprivation. Conversely, in the rural areas, access to key LG services is mostly and comparatively satisfactory for a much lesser number of populations. Since in urban areas service deliveries are very difficult to access, it has been suggested to shift the point of services from zones back to the wards.”

Citing another reality of the dearth of connection or integration of the grassroots people with the elected LG candidates after the elections are over, he observed that “it has been suggested to evolve a kind of institutional link to foster between the people and their elected representatives for the entire term of his/her office and in between the local organisations and institutions and the Union Parishad functionaries, so that local initiatives could receive support and guidance from elected LG institutions and bodies.”

Mr Md Shafiqul Islam also brought forth the issue of the ever-increasing demographic demand, stating that “We will have to review whether the ward system would continue, or the number of wards could be expanded through the creation of sub-wards as per demographic demand. He also emphasised even for a particular period, abolishing the practice of holding LGI elections on political affiliation, based on party allegiance and under symbols tagged with political affiliations.”

Along with the PowerPoint presentation, Mr Md Shafiqul Islam engaged the participants by showing a compelling video documentary capturing the aspirations of the grassroots level on local government reform.

Remarks from the Members of LGRC

Ms Mashuda Khatun Shefali, Founder and Executive Director, Nari Uddug Kendra (NUK), in her speech, expressed her discouragement towards the female quota system. She said, “Female representatives should become people's representatives by direct election, by their own right and might, not as a result of political rewards or awards.”

Dr Mohammad Tarikul Islam, Professor, Department of Government and Politics, Jahangirnagar University, said, “We are grateful to NILG and also to WaterAid and all stakeholders for enriching the policy recommendations by holding such stakeholder meetings, which would be much helpful in coming out with timely and urgent policy recommendations for local government reform.”

Ms **Ilira Dewan,** Writer and Human Rights Activist, cited an example of local government bodies in Chittagong Hill Tracts where, she said, “No local government body elections are held for many years. As a result, most of the LGiInstitutions have become political offices of the ruling
parties.”

Professor **Ferdous Arefina Osman (Ms.)** said, “After a long time the scope has come to bring in essential reforms in all sectors. The suggestions mooted in the first meeting of stakeholders engaged in local government held today are indeed very precious in the local government reforms deliberations. It will give way to ensure that the LGIs would be allowed to function independently and without central or lawmakers’ interferences.”

Mr **Mahfuz Kabir**, Director, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, said that the area of service is huge in the local government, but there is dissatisfaction regarding their services. He also stated that many of the public representatives are reluctant to collect holding taxes in fear of becoming unpopular. There should be a change in this.

Remarks from the development partners

Ms **Irene Hofstetter**, Nexus Programme Manager, the Embassy of Switzerland in Bangladesh, in her remark recalled Swiss-Bangladesh cooperation in many sectors, including the empowerment of LGIs in collaboration with a few INGOs, local NGOs, government bodies and civil society. She said, “A country can merely attain its development objectives without empowering its LGIs.”

Mr **Mostafizur Rahman**, National Programme Officer/Programme Manager-Climate and Environment at the Embassy of Sweden in Bangladesh/SIDA, added, “Any change of rule or addition should reflect the ever-increasing demand of the society. We must learn to accommodate the priorities even within budgetary limitations, and therefore, we should look for innovations, newer ideas, capacity enhancement and implement projects with utmost austerity, transparency and accountability.”

Mr **Akira Munakata,** Advisor, Local Governance, JICA, "Empowering local governments is crucial for efficient service delivery. JICA has long supported Bangladesh in strengthening local governance through capacity building, decentralisation, and financial autonomy. The Local Government Reform Commission is a vital step toward institutionalising these efforts. JICA remains committed to sharing global best practices and fostering collaboration for a more effective and inclusive local governance system."

Remarks from the distinguished participants

Mr **Md Fazlul Haque**, Director, SAJIDA Foundation, highlighted a point to determine whether LGIs could be allowed to receive foreign donations, or investment offers independently for any major development project.

Mr **Abul Monzur Md. Sadeque**, Project Director, LGED, underscored the need for direct engagement of LGIs with concerned ministries or departments for various service deliveries, including WASH programs. “As we discuss reform of LGIs, we should also determine how the LGIs would generate funds for establishing and running these services.

Mr **Iftekhar Mahmud,** B-SCAN, observed that the term of elected representatives is still controlled by bureaucratic decisions. Access to information at the local government level is difficult. Reserved seats limit fair elections—representatives should be chosen by direct

Mr **Amit Ranjan Dey**, Deputy Manager, ActionAid Bangladesh, remarked that local government budgets should be allocated wisely based on priority needs. The relationship between national and local governments must be clearly defined. It should also be decided whether the MP or the

vote. NGOs should be allowed to collaborate with local government institutions.	Upazila Parishad Chairman will have the final authority in decision-making.
Ms. **Fatima Seema** from CARE Bangladesh said, “First of all, we need good people with an accountable mindset. Individuals who perform good deeds should be encouraged through rewards and recognition. Most of our young generation does not know, or care to know, what local governance is all about and how it functions. It is time that we undertake reforms at all levels of national life. I have always believed that the greatest reform is to change our mindsets from within. We should make a firm commitment to talk less and act more.”	Mr **Shaheen Ul Alam,** Head of Programs, Unnayan Shamannay, suggested that female candidates at the local government tiers should be encouraged and convinced to get elected directly, instead of getting in the reserved seat, which, she said, dampens the spirit of self-respect and dignity.
Mr **Shariar Mannan,** Domain Coordinator-Voice, Inclusion & Cohesion, Helvetas Bangladesh, opined that the budget format of the Union Parishads (UP) should be made sector-wise and based on the surety of allocation so that stakeholders will be able to know in which type of priorities the budget is being allocated (such as the establishment of breastfeeding canters for lactating mothers, computer training institutes for the youths, etc.).	Mr **ATM Tariqul Islam,** Country Director, Max Foundation Bangladesh, underscored the need for redefining the dedicated entity of local administration and local governance. It should also be reviewed whether the LGIs would be allowed to invite external assistance for any or some of their projects like the ERD of the government. There exist plenty of scopes for local government institutions to forge greater partnerships with INGOs, NGOs, and foreign donors. But due to a lack of exchange of information, they are lagging in exploring such scopes and opportunities.

Mr **Paritosh Kumar Sarker**, a local government specialist, in his turn, reiterated the proposed statutory criteria of educational qualification and status to be qualified as LGIs' elections because it is he or she who must receive all correspondences, make replies, and resolve the issues upon stakeholders' consensus.

A representative of JAAGO Foundation stated that the area of LGIs should be based on population instead of geographic location. The office bearers at the LGIs should be imparted with training and knowledge sharing to empower them effectively.

Mr **Alauddin Ahmed,** Project Manager, ITN-BUET citing the importance of WASH programmes as 17 priority sectors of the SDG goal, are very much integral components of LGIs. But LGIs like city corporations pay little heed to WASH programmes. We should also embark upon a course of massive inclusion of deprived and long-neglected sections of people.

Mr **KAM Morshed**, Senior Director, BRAC Bangladesh, emphasised on the removal of the psychological divide between national and local governance. We must also get rid of contractor-led development project priorities and to make the LGIs properly functional, the capacity and manpower at the local government institutions should be enhanced.

Mr **Md. Sarwar Hossain**, Deputy Secretary & Joint Director-Program, NILG, opined that the right person in the society should be vested with the right kind of responsibility. A person acceptable to most of the people in the community could deliver most of the goods to the people with accountability and reputation. He also underscored the need for maintaining a database of LGIs, without which remaining transparent and accountable becomes very difficult, or rather impossible.

In his concluding remark, Mr. **Md Kaesuzzaman**, Director of Training & Consultancy (Joint Secretary), NILG, who presided over the consultation meeting, thanked all participants for their valuable policy recommendations. He remarked that the suggestions put forth at this stakeholder meeting would be regarded as highly actionable inputs for the ongoing Local Government Reform initiative.

Mr Md Kaesuzzaman, delivering his remark.

Mr. **Partha Hefaz Shaikh**, Director-Program and Policy Advocacy, WaterAid Bangladesh in his vote of thanks, expressing heartfelt gratitude to all participants, including policymakers, development partners, civil society representatives, academics, and grassroots leaders. He acknowledged their valuable contributions, insights, and active engagement throughout the consultation, which enriched the discussions and brought diverse perspectives to the forefront. He highlighted how the exchange of ideas and experiences during the event will play a critical role in shaping the policy recommendations for the LGRC.

Mr Partha Hefaz Shaikh, delivering the Vote of Thanks.

Recommendations and suggestions (compiled)

Below is the complied list of the recommendations and suggestions that emerged from the consultation:

1. **Decentralisation and empowerment of Local Government Institutions (LGIs)**:
    - Decentralise local governance to empower LGIs to operate with greater accountability and stakeholder engagement.
    - Ensure LGIs function independently without **interference from central or national lawmakers**.
2. **Inclusion of women in local governance**:
    - Move beyond reserved seats for women and encourage **direct election of female representatives** to ensure meaningful inclusion in decision-making roles.
    - Discourage the female quota system and promote women's participation based on merit and direct electoral support.
3. **Electoral reforms**:
    - Reconsider whether LGIs should be **elected directly or through delegated franchise**.
    - Determine the **tenure of LG bodies** (4 or 5 years) and align it with the national form of government (presidential or parliamentary).
    - Abolish local government elections based **on political party affiliations and symbols**.
4. **Structural reforms**:
    - Introduce **Sub-wards** within existing Wards in urban areas to improve access to municipal services for larger populations.
    - **Shift service delivery points** from Zones back to Wards in urban areas to address overpopulation and service accessibility issues.
    - Review the ward system and consider **expanding the number of wards** or creating sub-wards based on demographic demands.
5. **Service delivery and access**:
    - Improve access to basic municipal services such as birth registration, health, and education.
    - Ensure **equitable service delivery in both urban and rural areas**, addressing the imbalance in service accessibility.

6. **Institutional linkages**:
    - Establish **institutional links between elected LG representatives and grassroots organisations** to foster continuous engagement and support for local initiatives.
7. **Financial and administrative reforms**:
    - Allow LGIs to generate funds independently for service delivery and development projects.
    - Review whether LGIs can **receive foreign donations or investments independently** for major projects.
8. **Integration of WASH and waste management**:
    - **Integrate Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) programs** and **waste management** into the core functions of LGIs.
    - Prioritise WASH programs as part of the Sustainable Development Goals (SDGs) in local governance.
9. **Unification of local government laws**:
    - **Unify local government laws** across all tiers (district, upazila, and union) to ensure consistency and clarity in governance.
10. **Youth and future leadership**:
    - **Involve the younger generation** in the reform process to prepare them for future leadership roles.
    - Educate young people about local governance and its functions to foster greater engagement.
11. **Reserved seats and direct elections**:
    - **Reconsider the practice of reserved seats** and promote direct elections for all representatives to ensure fair enfranchisement.
12. **Collaboration with NGOs and development partners**:
    - Allow NGOs and development partners to collaborate with LGIs for joint initiatives and projects.
    - Foster **partnerships between LGIs, INGOs, NGOs, and development partners** to explore development opportunities.
13. **Budgetary reforms**:
    - Ensure **sector-wise budget allocation in Union Parishads** (UPs) to prioritise key areas such as breastfeeding centres, computer training institutes, and other community needs.

- Redefine the terms of inter-relation between national and local government bodies regarding budgetary allocations.

14. **Addressing overlapping initiatives**:

    - **Remove overlapping initiatives** between service-providing entities and LGIs to streamline service delivery.

15. **Inclusion of marginalised groups**:

    - Ensure the inclusion of marginalised and long-neglected sections of society in local governance and service delivery.

16. **Educational qualifications for LG representatives**:

    - **Introduce statutory criteria for educational qualifications** and status for candidates contesting LG elections to ensure competent leadership.

17. **Population-based Representation**:

    - **Base the area and representation of local government bodies on population** rather than geographic location.

18. **Helpline for citizen engagement**:

    - Introduce a **helpline to facilitate citizen engagement** and **grievance redressal** in local governance.

19. **Addressing political interference**:

    - Ensure that LGIs are not used as political offices of ruling parties, particularly in areas like the Chittagong Hill Tracts where elections have been delayed.

Annex-1: Event schedule

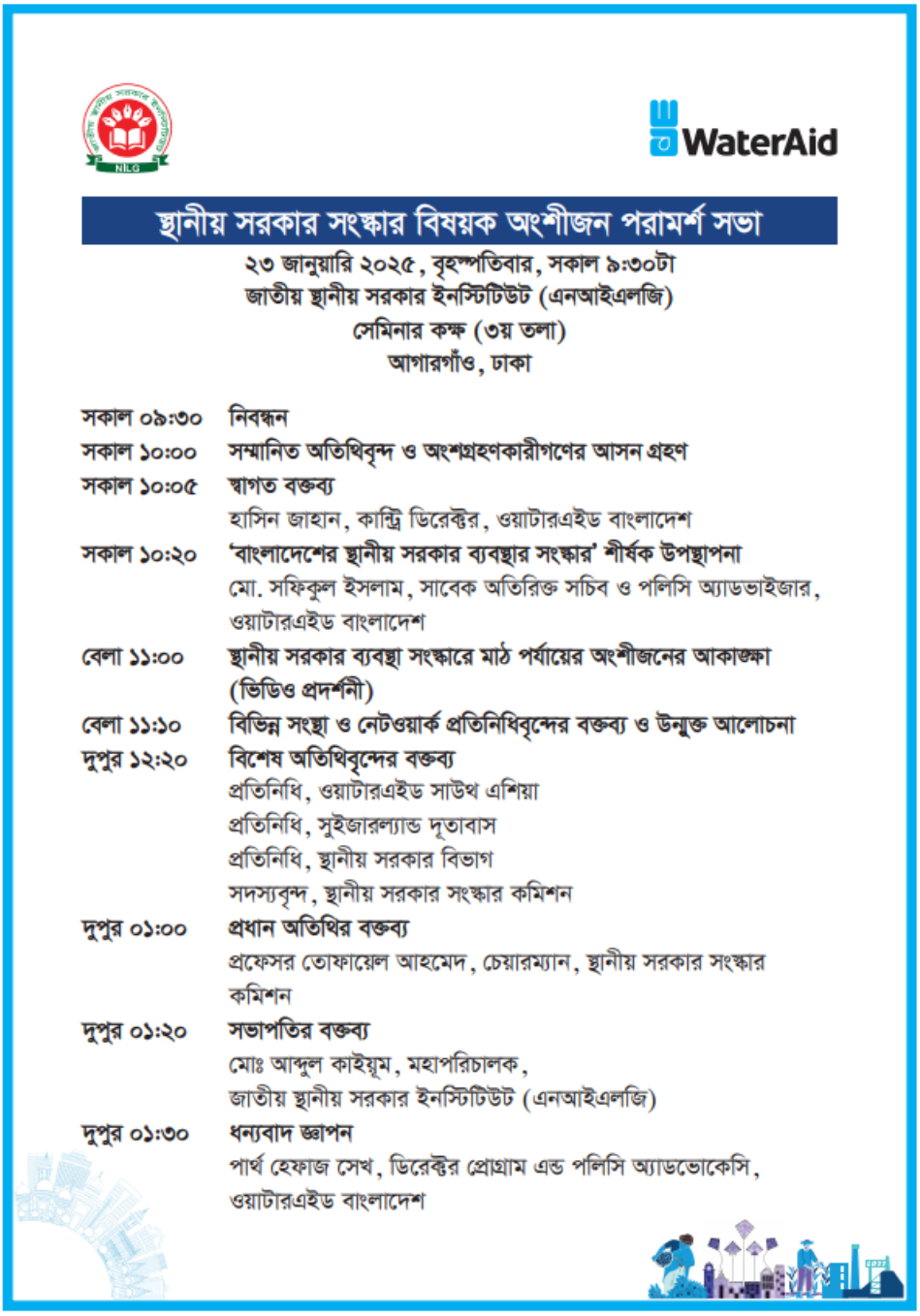

স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ক অংশীজন পরামর্শ সভা

২৩ জানুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার, সকাল ৯:৩০টা
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
সেমিনার কক্ষ (৩য় তলা)
আগারগাঁও, ঢাকা

সকাল ০৯:৩০	নিবন্ধন
সকাল ১০:০০	সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীগণের আসন গ্রহণ
সকাল ১০:০৫	স্বাগত বক্তব্য হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
সকাল ১০:২০	'বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার' শীর্ষক উপস্থাপনা মো. সফিকুল ইসলাম, সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও পলিসি অ্যাডভাইজার, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
বেলা ১১:০০	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারে মাঠ পর্যায়ের অংশীজনের আকাঙ্ক্ষা (ভিডিও প্রদর্শনী)
বেলা ১১:১০	বিভিন্ন সংস্থা ও নেটওয়ার্ক প্রতিনিধিবৃন্দের বক্তব্য ও উন্মুক্ত আলোচনা
দুপুর ১২:২০	বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য প্রতিনিধি, ওয়াটারএইড সাউথ এশিয়া প্রতিনিধি, সুইজারল্যান্ড দূতাবাস প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন
দুপুর ০১:০০	প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ, চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন
দুপুর ০১:২০	সভাপতির বক্তব্য মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
দুপুর ০১:৩০	ধন্যবাদ জ্ঞাপন পার্থ হেফাজ সেখ, ডিরেক্টর প্রোগ্রাম এন্ড পলিসি অ্যাডভোকেসি, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

Annex-2: Media coverage

Social media and website

Local Government Reform Commission (LGRC)	Facebook link: স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ক অংশীজন পরামর্শ সভা Web link: স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ক অংশীজন পরামর্শ সভা, আয়োজনে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
Embassy of Switzerland in Bangladesh	Facebook link: Driving Local Government Reform with Swiss Support
WaterAid Bangladesh	Facebook link: Over 60 organisations joined a Stakeholder Consultation on 23 January 2025 LinkedIn link: Driving Local Government Reform for a Better Future Web link: Stakeholder Consultation on Local Government Reform

Newspapers (online and print)

Sl.	Bangla News	
1.	Prothom-Alo	স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিষয়ে অংশীজন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত
2.	Samakal	স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিষয়ে অংশীজন পরামর্শ সভা
3.	Kaler Kantho	স্থানীয় সরকার সংস্কারে অংশীজন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত
4.	Bangla Tribune	স্থানীয় সরকার সংস্কারে অংশীজন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত
5.	Banglanews24	স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিষয়ে অংশীজন পরামর্শ সভা
6.	Daily Janakantha	স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিষয়ে অংশীজন পরামর্শ সভা
7.	Jugantor	স্থানীয় সরকার সংস্কারে অংশীজন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত
8.	BDNews24	স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিষয়ে অংশীজন পরামর্শ সভা
	English News	
9.	The Daily Star	Stakeholder consultation on local government reform held
10.	Dhaka Tribune	WaterAid Bangladesh holds consultation on local govt reforms
11.	The Business Standard	Stakeholder consultation on local government reform held
12.	The Financial Express Bangladesh	involving young generations in local government reform crucial
13.	New Age	Strengthening of local govt bodies stressed
14.	UNB	Stakeholder Consultation on Local Government Reform held

TV channels

Sl.	Channels
1.	DBC
2.	Desh TV
3.	Khobor Ganj
4.	News 24
5.	ATN Bangla (27:01-27:47)

Annex-3: Policy Brief

‘বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ’: ওয়াটারএইড, সহযোগী সংস্থা ও বিভিন্ন নেটওয়ার্কসমূহের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ

Annex-4: Audio-Visual

মাঠের কথা- Voices from the field

Teaser- LGRC event